যায়যায়দিন

তারিখ ..... APR ..... ২০..
পৃষ্ঠা ... কলাম ... ৫ .....

বেলকুচিতে যৌন হয়রানির অভিযোগ করায় শিক্ষিকা চাকরিচ্যুত

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি

সিরাজগঞ্জের বেলকুচির তামাই বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের এক শিক্ষিকা প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ করায় চাকরিচ্যুত হয়েছেন। আর প্রধান শিক্ষক গণেশ চন্দ্র দত্ত চাকরিচ্যুত হলেও বিশেষ কারণে এখনো স্বপদে বহাল তবিয়াতে আছেন। তবে স্কুল কর্তৃপক্ষ বলছে, তাকেও চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। বিষয়টি এলাকায় ধূম্রজালের সৃষ্টি করেছে। এদিকে বিষয়টি নিয়ে উভয় পক্ষ থানা ও আদালতে একাধিক মামলা করেছে।

জানা যায়, প্রধান শিক্ষক গণেশ চন্দ্র দত্ত বিভিন্ন সময়ে ওই শিক্ষিকাকে কু-প্রস্তাব দিয়ে আসছিল। উপায় না দেখে শিক্ষিকা বিষয়টি ম্যানিজিং কমিটির কাছে অভিযোগ করেন। অভিযোগ পেয়ে ম্যানিজিং কমিটির সভাপতি শামসুল হক খান প্রধান শিক্ষকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়ে তাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করেন। পরবর্তীতে বহিষ্কৃত প্রধান শিক্ষক ম্যানিজিং কমিটিকে ম্যানেজ করে স্বপদে বহাল হন। ২০ ফেব্রুয়ারী ওই শিক্ষিকা স্কুলে গিয়ে দেখেন প্রধান শিক্ষক তার চেয়ারে বসে আছেন। তিনি এর প্রতিবাদ করেন এবং স্কুলে উপস্থিত স্কুল কমিটির সভাপতি শামসুল হক খানের কাছে অভিযোগ করেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে স্কুল কমিটির সভাপতি, প্রধান শিক্ষকসহ বেশ কয়েকজন মিলে ওই শিক্ষিকাকে লাঞ্ছিত করেন। পরে পুলিশ গিয়ে তাকে উদ্ধার করে সিরাজগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করে। এ বিষয়ে ওই শিক্ষিকা সংবাদ সম্মেলন করেন।

পরবর্তীতে ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ও প্রধান শিক্ষক বিষয়টি অন্যদিকে প্রবাহিত করার জন্য ১৩ মার্চ ওই শিক্ষিকার বিরুদ্ধে শৃংখলা ভঙ্গ, সভাপতির গায়ে হাত উঠানো, কমিটির সদস্যদের অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ, আমাকে মারধর সর্বোপরি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদমন্ত্রীর বিরুদ্ধে কটূক্তিসহ বিভিন্ন কারণ উল্লেখ করে তাকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়। প্রধান শিক্ষক গণেশ চন্দ্র দত্ত বলেন, ওই শিক্ষিকা তাকে নানাভাবে হুমকি দিচ্ছে। আর বর্তমানে তিনি স্বপদে বহাল আছেন।

এদিকে স্কুল কমিটির সভাপতি শামসুল হক খান বলেন, শিক্ষিকা আমাকেসহ ম্যানিজিং কমিটির বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা করায় তাকে বহিষ্কার করা হয়েছে। আর প্রধান শিক্ষক স্ব-পদে আছেন কিনা এ বিষয়ে বলেন, দু'জনকেই সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।

এ ব্যাপারে বেলকুচি উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনন্দ কুমার বিশ্বাস মোবাইলে জানান, এ ঘটনার তদন্ত রিপোর্ট জেলা প্রশাসকের কাছে পাঠানো হয়েছে।